ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত তহবিল

ইসলামিক শরীয়াভিত্তিক জাকাত প্রদানের আহ্বান

বাংলাদেশের দুস্থ ও দারিদ্র পীড়িত জনগণের মধ্যে বিগত ৫৮ বৎসর যাবত ঢাকা আহছানিয়া মিশন ব্যাপকভিত্তিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনায় ২০০৩ সালে গঠিত আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত তহবিল স্বল্প পরিসরে হলেও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী সঠিক খাতে ব্যয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বায়তুল মোকাররাম মসজিদের মাননীয় খতিব সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত শরীয়া কমিটির সার্বিক নির্দেশনায় ২টি সাব-কমিটি রয়েছে। সাব-কমিটিদ্বয় নিয়মিতভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় মিলিত হয়ে সাহায্য প্রার্থীদের আবেদন যাচাই ও প্রকৃত আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করে জাকাত তহবিল থেকে বিভিন্ন খাতে জাকাত ব্যয় করার অনুমোদন দিয়ে থাকেন।

আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত যে সকল খাতে জাকাত ব্যয় করা হয়ঃ

(১) দুস্থ পরিবারকে স্বাবলম্বীকরণঃ

অসহায়, দুস্থ, পারিবারিক ব্যয়-ভার বহনে অক্ষম ব্যক্তি, অভিভাবকহীন মহিলাদের স্বাবলম্বী হবার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী এককালীন অনুদান।

(২) দুস্থ পরিবারের গৃহ মেরামত ও নির্মাণঃ

অসহায়, দুস্থ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গৃহহীন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের ঘর মেরামত/পুননির্মাণের জন্য এককালীন সর্বোচ্চ ২০,০০০.০০ টাকা অনুদান।

(৩) দুস্থ রোগীর চিকিৎসা বাবদঃ

দুস্থ, অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি বা পরিবার, যাদের চিকিৎসা ব্যয়-ভার বহন করার কোন সংগতি নাই এমন ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী আর্থিক অনুদান। **ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের বেলায় আর্থিক অনুদানের পরিমাণ বেশী হতে পারে।**

(৪) অনাথ ও গরীব পরিবারের বিবাহ সহায়তাঃ

অসহায়, অক্ষম, ঋণগ্রস্থ অথবা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পিতা-মাতার বিবাহযোগ্য কন্যাদের বিবাহের খরচ বাবদ এককালীন ১০,০০০.০০ - ২০,০০০.০০ টাকা অনুদান।

(৫) বেকার কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরি শিক্ষাঃ

দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের বেকার এবং অদক্ষ কাজে নিয়োজিত কিশোর-কিশোরীদের মিশন পরিচালিত দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৫টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার অনুমোদিত ৬ মাস মেয়াদী কারিগরি শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করে চাকুরির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করা। এ রকম একটি কারিগরি শিক্ষা কোর্সে একজনের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চাকুরির ব্যবস্থা করার জন্য আনুমানিক খরচ ১২,০০০.০০ টাকা।

(৬) **ভিক্ষুক পুণর্বাসন কার্যক্রম।**

ভিক্ষুক পুণর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ভাই-বোনদের ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে অনেকটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। এ কার্যক্রমে আমরা এ পর্যন্ড় ৬৯ জনকে ভিক্ষুক পুণর্বাসন কর্মসূচীর আওতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে ।

(৭) **দুস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সহায়তাঃ**

দরিদ্র এবং অসহায় পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা খরচ মেটানোর জন্য নিম্নোক্ত হারে আর্থিক অনুদানঃ

- স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বাৎসরিক - ৭,৫০০.০০ টাকা
- কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য বাৎসরিক - ১৫,০০০.০০ টাকা
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বাৎসরিক - ২৫,০০০.০০ টাকা

(৮) **কর্মজীবী পথ শিশুদের জন্য বিশ্রাম, শিক্ষা এবং বিনোদন কেন্দ্রঃ**

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত পথ শিশুদের জন্য ড্রপ-ইন সেন্টার, যেখানে ফুটপাত/রাস্তা/ বিভিন্ন বাজারে কর্মরত শিশুরা দিনের বেলায় আহার, বিশ্রাম, লেখাপড়া, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিনোদনের সুযোগ পায়। প্রতি শিশুর জন্য মাসিক খরচ ১,১৫০.০০ টাকা।

(৯) **সদ্য ভূমিষ্ট পরিত্যক্ত শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রঃ**

মিশন পরিচালিত শিশু পুণর্বাসন কেন্দ্র যেখানে বিভিন্ন কারণে পরিত্যক্ত শিশুদের (যেমন- প্রসবকালীন মা এর মৃত্যু এবং পরিবারের অন্য কেউ শিশুর দায়িত্ব নিতে অপারগ) একজন মা এর তত্ত্বাবধানে মাতৃস্নেহ দিয়ে লালন পালন করে মানুষ করে তোলা। প্রতি শিশুর ভরণ পোষণের জন্য মাসিক খরচ ৩,০০০.০০ টাকা।

(১০) **আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী**

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার শিশু ভাসমান জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এ অগনিত হতদরিদ্র পথ শিশুরা কোন দিনই যথাযথ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারেনা। অথচ শিশুরাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তাই ১০,০০০ (দশ হাজার) দরিদ্র পথ শিশুদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে একটি শিশু নগরী তৈরী করার কাজ শুরু করেছে। এই শিশু নগরিতে ১০টি শিশু গ্রামে প্রতিটিতে ১,০০০ শিশুর স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা থাকবে। এ লক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলায় ৩২৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং প্রথম শিশু গ্রামটির নির্মাণ কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ১৬০ জন শিশু বসবাস করছে এবং আগামী দুবছরে শিশুদের সংখ্যা হবে ৫০০ জন । জাকাত তহবিলের কিছু অংশ এসব শিশুদের বার্ষিক ভরণ-পোষণে ব্যয় করা হয়।

(১১) হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনাঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর মোহাম্মদপুর, রায়ের বাজার, ইসলামবাগ, আবদুল হালিম কমিউনিটি সেন্টার এবং মাতুয়াইল ইউনিয়ন পরিষদ সেন্টারে মিশন পরিচালিত হোমিও চিকিৎসালয় যেখানে গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এ রূপ একটি কেন্দ্রের এক মাসের খরচ গড়-পড়তা ২৫,০০০.০০ টাকা।

(১২) দুস্থ পরিবারের জন্য রাত্রি নিবাস কেন্দ্রঃ

ঢাকা শহরের মিরপুর ৬নং সেকশনে মিশন পরিচালিত রাত্রি নিবাস কেন্দ্র যেখানে শহরের ভাসমান লোকজন এবং দিনমজুর যাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা নেই, তাদের জন্য রাতে শয়ন, টয়লেট এবং গোসলের ব্যবস্থাসহ একটি কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। ত্রিশ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই রাত্রি নিবাস পরিচালনার মাসিক খরচ ৮,০০০.০০ টাকা।

(১৩) বিবিধ আর্থিক সাহায্যঃ

জাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের বিবিধ প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আপনার প্রিয়জনের স্মৃতি স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন মানবিক প্রকল্পে ভবন/ফ্লোর/কক্ষ
আপনার আপনজনের নামে স্পন্সর করার সুযোগ

(১) আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (www.ahsaniacancer.org.bd)

বাংলাদেশে ক্যান্সারের প্রকোপ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১০ লক্ষ ক্যান্সার রোগী রয়েছেন এবং প্রতি বছর প্রায় দু'লক্ষ লোক নূতনভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ড় হচ্ছেন। অথচ দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে মাত্র ৩০ হাজার রোগীকে চিকিৎসা প্রদান সম্ভব হয়। কিছু সংখ্যক বিত্তমান রোগী মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারলেও দরিদ্র রোগীরা প্রায় বিনা চিকিৎসায় অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেন। ব্যয় বহুল ক্যান্সার চিকিৎসার এ করুণ প্রেক্ষাপটে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকার অদূরে উত্তরা মডেল টাউনের ১০নং সেক্টরে জনগণের শতস্ফূর্ত সহযোগিতায় আহ্ছানিয়া ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল নামে আন্ড়র্জাতিক মানের ৫০০ শয্যার ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা না-লাভ-না-ক্ষতি নীতিতে পরিচালনা করা হবে এবং শতকরা ৩০ ভাগ গরীব রোগী বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা পাবেন। এই হাসপাতালের প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ০৯ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু এই হাসপাতাল সম্পূর্ণভাবে চালু করতে এখনো অনেক অর্থের প্রয়োজন। আপনি নিজের বা প্রিয়জনের নামে এক বা একাধিক কক্ষ বা যন্ত্রপাতি স্পন্সর করে হাসপাতাল নির্মাণে সহযোগিতা করতে পারেন।

(২) আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরী (www.ahsaniachildrencity.org)

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার শিশু ভাসমান জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এ অগনিত হতদরিদ্র পথ শিশুরা কোন দিনই যথাযথ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারেনা। অথচ শিশুরাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তাই ১০,০০০ (দশ হাজার) দরিদ্র পথ শিশুদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে একটি শিশু নগরী তৈরী করার কাজ শুরু করেছে। এই শিশু নগরিতে ১০টি শিশু গ্রামে প্রতিটিতে ১,০০০ শিশুর স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা থাকবে। এ লক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলায় ৩২৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং প্রথম শিশু গ্রামটির নির্মাণ কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ১০৩ জন শিশু বসবাস করছে। আহ্ছানিয়া মিশন দেশের জনগণকেও এই বিশাল কাজে সম্পৃক্ত করতে চায়। আপনি নিজ বা প্রিয়জনের নামে একটি শিশু গ্রাম বা এর যেকোন ভবন বা কোন ফ্লোর বা কোন শিশুর বার্ষিক ভরণ-পোষণ ব্যয় স্পন্সর করতে পারেন।

(৩) আহ্ছানিয়া মিশন বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র

বাংলাদেশে গড়-পড়তা আয়ূস্কাল বর্তমানে ৬৪ বৎসর। তবে গড় আয়ূ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের ২০% এর বেশী জনগণ বয়স্ক পর্যায়ে থাকবে। বয়স্ক ব্যক্তিদের সঠিক যত্ন নেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তবে বিভিন্ন কারণে তাঁদের সঠিকভাবে দেখা-শুনা করা সম্ভব হয় না। যেমন-

- বয়স্কদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল।
- যৌথ পরিবারগুলো দিন দিন ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং দায়িত্ব নেয়ার অপারগতায়/অনীহায় বয়স্করা অসহায় হয়ে যাচ্ছেন।
- অনেকে বিদেশ থাকার কারণে বয়স্ক পিতা-মাতার দেখা-শুনা করতে পারছেন না।
- বয়স্ক অনেকে শারীরিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের ভার বহনে সম্পূর্ণ অক্ষম।
- দেশে বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রের অভাব।

উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বয়স্ক ব্যক্তিদের সঠিকভাবে যত্ন নেয়ার উদ্দেশ্যে একটি বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র ঢাকার অদূরে আশুলিয়ায় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে উক্ত বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রের নকশা চূড়ান্ড় করা হয়েছে। আপনি নিজের বা প্রিয়জনদের নামে ফ্লোর বা একাধিক কক্ষ ইত্যাদি স্পন্সর করতে পারেন। যাতে করে পুনর্বাসন কেন্দ্রটি নির্মাণে আপনাদের সহযোগিতা ভবিষ্যতের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

(৪) আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম (www.damsupportforum.org)

জনগণের এই স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য "আহ্ছানিয়া মিশন সহযোগী ফোরাম" গঠন করা হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে মাসিক ভিত্তিক অনুদান দিয়ে উন্নয়ন সহযোগী হতে পারবেন। ইতোমধ্যেই অনেকে সদস্য হয়েছেন এবং আরও অনেকে সদস্য হবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ফোরাম স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সহযোগী হিসাবে আপনার টাকা যে কাজে খরচ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে সময়ে সময়ে নিয়মিতভাবে আপনাদেরকে অবহিত করা হবে।

উলেণ্টখ্য যে, অনেক আন্ড়র্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এভাবেই সর্বসাধারণের সম্পৃক্ততায় অল্প অথচ নিয়মিত আর্থিক সহায়তায় দারিদ্র বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। জাপানের "আরিগাতো ফাউন্ডেশন" নামের একটি সংগঠনের ৩৫,০০০ সদস্য রয়েছে যারা প্রতি মাসে এই সংগঠনকে গড়-পড়তা ৭,০০০ ইয়েন করে অনুদান দিয়ে থাকেন। ফলে এই সংগঠনের মাসিক আয় দাড়ায় ২৪.৫০ কোটি ইয়েন (টাকা ১৮.৫৫৪ কোটি)। এতে করে যে কোন সময়ে যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্ড়বায়নে তাদের কোন অর্থের অভাব হয় না। সেভাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আশা করছে আগামী ১/২ বৎসরে অন্ড়তঃ পক্ষে কয়েক হাজার ব্যক্তি আহ্ছানিয়া মিশন সহযোগী ফোরামের সদস্য হবেন। মাসিক ভিত্তিতে প্রতিজন সদস্য থেকে সংগৃহীত তহবিল দিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন দুঃস্থ জনসাধারণের উন্নয়নে যে কোন বড় ধরনের কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করতে পারবে। সদস্যভুক্তির ফর্মে স্বাক্ষর করে সদস্য হতে পারবেন। ফোরামের নতুন সদস্য সংগ্রহে আপনার সহযোগিতা কাম্য।